গাংনীতে মাদক সেবনের দায়ে ৩ যুবকের কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামে মাদক সেবনের সময় স্থানীয়দের হাতে আটক তিন যুবককে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। গতকাল বুধবার গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন এ দণ্ডাদেশ দেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাফানিয়া গ্রামের বাসিন্দা সাগর আলী (২০), পিতা: রবিউল ইসলাম; শিলন আলী (২৪), পিতা: মৃত ইসমাইল হোসেন এবং জাহিদ (১৯), পিতা: আক্তারুল ইসলাম।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কসবা গ্রামের যুবসমাজ নিজ এলাকায় মাদকের বিস্তার রোধে নজরদারি বাড়িয়েছিলেন। গতকাল রাত আনুমানি ১১.৩০ ঘটিকার সময় ওই যুবকদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে স্থানীয়রা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এ সময় তারা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন বলে নিশ্চিত হয় গ্রামবাসী।

পরে সাথে থাকা দুইজন পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয়রা ধাওয়া করে একপর্যায়ে তাদের আটক করে গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে কসবা গ্রামের রাসেল আহম্মেদ জানান মাদকে রুখতে আমরা যুব সমাজ বদ্ধ পরিকর সেই ধারাবাহিকতায় গতকাল রাতে একজন যুবকের গতিবিধি সন্দেহ জসক হলে আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় পাই এবং সাথে থাকা দুইজন পালানোর চেষ্টা করলে আমরা তাদের ধরে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে খবর দেয় পরে তাদের ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে।


খবর পেয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(৫) ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিস মের্শেদ চৌধুরী বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি বাস্তবায়নে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে মাদক সেবনের দায়ে দুজনের জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে মাদক সেবনের দায়ে দুজনের জেল-জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

মঙ্গলবার (১৯ মে) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় সদর উপজলের বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সিরাজুল ইসলাম।

অভিযানকালে শহরের কলেজপাড়া এলাকায় এক ব্যক্তিকে হেরোইন সেবন করে জনশৃঙ্খলা বিনষ্টের দায়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারায় ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এদিকে শেখপাড়া গ্রামে আরেক ব্যক্তির কাছ থেকে ৩৯ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(১) ধারার সারণির ২১ অনুযায়ী তাকে ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।